বাংলাদেশের স্বল্পোন্নত দেশ হতে উন্নয়নশীল দেশ হিসেবে অগ্রায়ণ
সমস্যা ও সম্ভাবনা

১.০ ভূমিকা

যে সকল নিম্ন আয়ের দেশসমূহের কাঠামোগত প্রতিবন্ধকতা রয়েছে তাদেরকে স্বল্পোন্নত দেশ হিসেবে চিহ্নিত করা হয়। ১৯৬০ এর দশকে স্বল্পোন্নত দেশসমূহকে আলাদা একটি ক্যাটাগরি হিসেবে বিবেচনা করার বিষয়টি উপস্থাপিত হয় এবং পরবর্তীতে ১৯৭১ সালে জাতিসংঘ তার অন্তর্ভুক্ত রাষ্ট্রসমূহের মধ্যে হতে স্বল্পোন্নত দেশসমূহ চিহ্নিত করে আনুষ্ঠানিকভাবে ঘোষণা প্রদান করে। এর প্রধান উদ্দেশ্য ছিল ঝুঁকিগ্রস্ত এবং পিছিয়ে পড়া দেশসমূহের জন্য আন্তর্জাতিক সহায়তার ব্যবস্থা করা। ১৯৭১ সালে ২৫টি দেশকে স্বল্পোন্নত দেশ হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছিল বর্তমানে এর সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়ে ৪৭ এ উন্নীত হয়েছে।

২.০ স্বল্পোন্নত দেশ থেকে উন্নয়নশীল দেশ হিসেবে উত্তরণের প্রক্রিয়া

স্বল্পোন্নত দেশ থেকে উত্তরণের অর্থ যে সকল দেশ স্বল্পোন্নত দেশের শ্রেণি থেকে বেরিয়ে আসবে তারা অন্যান্য উন্নয়নশীল দেশসমূহের মত এগিয়ে যাওয়ার সক্ষমতা অর্জন করতে পারবে এবং স্বল্পোন্নত দেশসমূহের জন্য যে আন্তর্জাতিক সহায়তা প্রদান করা হয় তাদের জন্য সে সাহায্যের প্রয়োজন হবে না বরং তাদের জন্য যে ধরনের সহায়তা প্রদান করা হবে তার চরিত্র হবে ভিন্ন প্রকৃতির। মূলত উন্নয়নশীল দেশগুলোর উন্নয়নের পথকে সুগম করার জন্য যে ধরনের সহায়তা প্রয়োজন তাদের তা প্রদান করা হবে।

জাতিসংঘের উন্নয়ন পরিকল্পনা কমিটি (সিডিপি) কর্তৃক স্বল্পোন্নত দেশসমূহকে চিহ্নিত করার জন্য প্রাথমিক পর্যায়ে কিছু সরলীকৃত নির্দেশক ব্যবহার করা হয়েছিল যেমন মাথাপিছু জিডিপি, জিডিপিতে শিল্প খাতের অবদান, শিক্ষার হার ইত্যাদি। পরবর্তীতে দীর্ঘ মেয়াদে কাঠামোগত দুর্বলতাসমূহকে যথাযথভাবে চিহ্নিত করার জন্য পর্যায়ক্রমে নির্দেশকসমূহে পরিবর্তন আনা হয়। বর্তমানে উন্নয়নশীল দেশকে চিহ্নিত করার জন্য নিম্নোক্ত নিদের্শকসমূহ ব্যবহার করা হচ্ছে-

১. মাথাপিছু জিএনআই (কমপক্ষে ১২৪২ ডলার)
২. মানব সম্পদ সূচক (৬৬ তার অধিক)
৩. অর্থনৈতিক ঝুঁকিগ্রস্ততা সূচক (৩২ বা তার কম)

প্রতি তিন বছর অন্তর সিডিপি উল্লিখিত নির্দেশকসমূহের আলোকে স্বল্পোন্নত দেশসমূহকে মূল্যায়ন করে এবং এর ভিত্তিতে জাতিসংঘের অর্থনৈতিক ও সামাজিক উন্নয়ন কাউন্সিলের নিকট প্রতিবেদন উপস্থাপন করে।

একটি এলডিসিভুক্ত দেশ তখনই উন্নয়নশীল দেশ হিসেবে চিহ্নিত হয় যখন উপর্যুক্ত তিনটি সূচকের প্রত্যেকটিতেই উত্তীর্ণ হয়। যদি কোন দেশের ৩টি সূচকের মধ্যে দুটিতে অথবা আয় সূচকের জন্য নির্ধারিত ন্যুনতম মাত্রার দ্বিগুণ মাথাপিছু আয় হয় তাহলে সে দেশটিকে 'Graduate LDC' হিসেবে চিহ্নিত করা হয়।

একটি দেশকে স্বল্পোন্নত শ্রেণি হতে বেরিয়ে আসতে হলে সিডিপির পর পর দু'বারে ত্রিবার্ষিক মূল্যায়নে উত্তীর্ণ হতে হবে। জাতিসংঘের অর্থনৈতিক ও সামাজিক বিষয়ক সংস্থা ডেসা (DESA) একটি দেশের স্বল্পোন্নত শ্রেণি হতে বেরিয়ে আসা পরবর্তী অবস্থায় সে দেশের প্রবৃদ্ধি ও উন্নয়নের সম্ভাব্য অবস্থা এবং জাতিসংঘের বাণিজ্য ও

উন্নয়ন বিষয়ক সংস্থা আঙ্কটাড (UNCTAD) সে দেশের অর্থনৈতিক ঝুঁকিগ্রস্ততার বিষয়টি মূল্যায়ন করে। অর্থনৈতিক ঝুঁকিগ্রস্ততার বিষয়টি মূল্যায়নের ক্ষেত্রে অর্থনৈতিক ঝুঁকিগ্রস্ততা সূচক ছাড়াও আঙ্কটাড অন্যান্য ঝুঁকিগুলোও বিবেচনা করে। এ পর্যায়ে সিডিপি এই সংস্থা দুটোর মূল্যায়নের ভিত্তিতে পরবর্তী ত্রিবার্ষিক মূল্যায়নের এক বছর পূর্বে উক্ত স্বল্পোন্নত দেশের নিকট তাদের প্রতিবেদন উপস্থাপন করে। পরবর্তী পর্যায়ে ত্রিবার্ষিক মূল্যায়নে জাতিসংঘের অর্থনৈতিক ও সামাজিক কাউন্সিল এ সকল প্রতিবেদনের উপর ভিত্তি করে সিডিপি এর সুপারিশের আলোকে স্বল্পোন্নত থেকে উন্নয়শীল দেশ বা গ্রাজুয়েট এলডিসি হিসেবে স্বীকৃতি প্রদান করে। এ পর্যায়ে সুপারিশপ্রাপ্ত দেশকে তিন বছরের 'অন্তর্বর্তীকালীন সময়' প্রদান করা হয় এবং দেশটি তার অন্যান্য উন্নয়ন সহযোগী দেশসমূহের সাথে আলাপ করে এ সময়ের জন্য একটি 'অন্তর্বর্তীকালীন কৌশল' প্রণয়ন করে যা 'অন্তর্বর্তীকালীন সময়' পরবর্তী পর্যায়ে বাস্তবায়ন করা হয়।

৩.০ উন্নয়নশীল দেশ হিসেবে বাংলাদেশ

বাংলাদেশ ১৯৭৫ সালে এলডিসিভুক্ত হয়। ২০১৫ সালের ত্রিবার্ষিক মূল্যায়ন অনুযায়ী বাংলাদেশের মাথাপিছু জিএনআই ৯২৬ ডলার ছিল যা বর্তমানে প্রায় ১৬০২ ডলারে উন্নীত হয়েছে। স্বল্পোন্নত হতে উন্নয়নশীল দেশ হবার জন্য যে মাথাপিছু জিএনআই প্রয়োজন বাংলদেশের বর্তমান মাথাপিছু জিএনআই তার চাইতে অধিক। উপবস্তু উক্ত ত্রি-বার্ষিক মূল্যায়ন অনুযায়ী বাংলাদেশের মনব সম্পদ সূচকের মান ৬৩.৮ এবং অর্থনৈতিক ঝুঁকিগ্রস্ততা সূচকের মান ২৫.১। এ ক্ষেত্রে দেখা যাচ্ছে অর্থনৈতিক ঝুঁকিগ্রস্ততার সূচকের মানে বাংলাদেশ উত্তীর্ণ হয়েছে এবং মানব সম্পদ সূচকের মানের খুব কাছাকাছি রয়েছে। সুতরাং বর্তমানে বাস্তবতার আলোকে বাংলাদেশ ২০২১ সালের মধ্যে উন্নয়শীল দেশে উন্নীত হতে সক্ষম হবে যে বিষয়ে দৃঢ় আশার সঞ্চার হয়েছে।

৪.০ বাংলাদেশ উন্নয়নশীল দেশে পরিণত হওয়ার প্রেক্ষিতে সাম্ভব্য প্রভাবসমূহ

উন্নয়নশীল দেশে পরিণত হওয়ার সাথে সাথে সন্দেহাতীতভাবে একটি দেশের মর্যাদা বৃদ্ধি পায়। এ ছাড়াও বৈশ্বয়িক প্রেক্ষাপটে স্বল্পোন্নত দেশের কাতার হতে বেরিয়ে উন্নয়নশীল দেশের কাতারে যুক্ত হওয়ার অর্থ অধিকতর প্রভাবশালী বলয়ের সাথে সংযুক্ত হওয়া। এ সকল বিষয় আন্তর্জাতিক পরিসরে একটি দেশের ইতিবাচক অবস্থার ইঙ্গিত করে যা উন্নয়শীল দেশে উন্নীত হওয়ার সাথে সাথে বাংলাদেশর জন্যও প্রযোজ্য। তবে স্বল্পোন্নত দেশসমূহ বিশেষ কিছু সুবিধা ভোগ করে যা উন্নয়নশীল দেশের জন্য প্রযোজ্য নয়। এ দিক থেকে উন্নয়নশীল দেশে উন্নীত হলে বাংলাদেশের নিম্নোক্ত ক্ষেত্রসমূহে প্রভাব পরিলক্ষিত হবে-

১. আন্তর্জাতিক বাণিজ্য
২. উন্নয়ন অর্থায়ন
৩. প্রযুক্তি
৪. জলবায়ু পরিবর্তন

৪.১ আন্তর্জাতিক বাণিজ্য

একটি দেশ যখন স্বল্পোন্নত হতে উন্নয়নশীল দেশে উন্নীত হবে তখন স্বল্পোন্নত দেশের জন্য প্রদেয় বিভিন্ন সুবিধা যেমন বিভিন্ন কর ও কোটা সংক্রান্ত সুবিধাসমূহ উক্ত উন্নয়নশীল দেশের জন্য আর প্রযোজ্য হবে না। উদাহরণ হিসেবে ইউরোপিয়ান ইউনিয়ন ও বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থা প্রদত্ত্ব সুবিধার উল্লেখ করা যায়।

ইউরোপিয়ান ইউনিয়ন স্বল্পোন্নত দেশের জন্য রুলস অব অরিজিন শিথিল করেছে। বাংলাদেশ যখন উন্নয়নশীল দেশে উন্নীত হবে তখন বাংলাদেশ আর এ সুবিধা ভোগ করতে পারবেনা। যার নেতিবাচক প্রভাব বাংলাদেশের রপ্তানিতে পরতে পারে।

বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থা, স্বল্পোন্নত দেশসমূহকে জেনারালাইজড সিস্টেম অব প্রেফারেন্স (জিএসপি) সুবিধার আওতায় আন্তর্জাতিক বাজারে অভিগমতার জন্য শুল্ক হ্রাসের বিশেষ সুবিধা প্রদান করে থাকে। বাংলাদেশ স্বল্পোন্নত দেশ হিসেবে এই সুবিধা পাওয়ার প্রেক্ষিতে শ্রমঘন শিল্পের উপর এর যথেষ্ট ইতিবাচক প্রভাব ছিল, যার ফলে ইউরোপিয়ান ইউনিয়নসহ জাপান, কানাডা, ভারত এমনকি চীনে পর্যন্ত বাংলাদেশ সহজে বাজার অভিগম্যতার সুযোগ পেয়েছে, বাংলাদেশ যখন উন্নয়নশীল দেশে পরিণত হবে তখন আর এই সুবিধা ভোগ করতে পারবে না।

৪.২ উন্নয়ন অর্থায়ন

অফিসিয়াল ডেভেলপমেন্ট এ্যাসিসটেন্স (ওডিএ) এবং দ্বি-পাক্ষিক উন্নয়ন সহায়তার একটি বড় অংশ (যেমন ওডিএ-এর ক্ষেত্রে বিশ্বব্যাংক ও এশিয়া উন্নয়ন ব্যাংক কর্তৃক প্রদত্ত সহায়তা এবং দ্বিপাক্ষিক সহায়তার ক্ষেত্রে জাপান, ইউকে এইড প্রদত্ত সহায়তা) এলডিসিভুক্ত দেশসমমূহকে প্রদান করা হয়।

বিশ্বব্যাংক এ্যাটলাস মেথড এর উপর ভিত্তি করে মাথাপিছু আয়ের ভিত্তিতে বিভিন্ন দেশসমূহকে নিম্ন, নিম্ন-মধ্যম, উচ্চ মধ্যম এবং উচ্চ আয়ের দেশের শ্রেণিতে শ্রেণিভুক্ত করে এবং সে অনুযায়ী বিভিন্ন সহায়তা প্রদান করে। বাংলাদেশ ২০১৫ সালে নিম্ন মধ্যম আয়ের শ্রেণিভুক্ত হবার পূর্ব পর্যন্ত নিম্ন আয়ের দেশের শ্রেণিতে ছিল। এর ফলে প্রায় দীর্ঘ ৪০ বছর বাংলাদেশ স্বল্প ও নমনীয় সুদে বিশ্বব্যাংকের কাছ থেকে ঋণ সুবিধা পেয়েছে। সেহেতু বাংলাদেশ এলডিসি থেকে বেরিয়ে উন্নয়শীল দেশভুক্ত হতে যাচ্ছে সেহেতু শুধু বিশ্বব্যাংক নয় দ্বিপাক্ষিক উন্নয়ন সহায়তসহ বিভিন্ন ক্ষেত্রে বিশেষ ছাড়ে বা স্বল্প সুদে যে ঋণ সুবিধা পেত তা হারাবার আশংকা রয়েছে।

৪.৩ প্রযুক্তি

এলডিসিভুক্ত দেশসমূহ Trade Related Intellectual Property Rights (TRIPS-ট্রিপস) এর আওতায় বিশেষ সুবিধা পেয়ে থাকে। বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থা ট্রিপস এর ৬৬.২ নং ধারার ভিত্তিতে এলডিসিভুক্ত দেশসমূহের জন্য সেবা সত্ত্ব সংক্রান্ত শর্তের প্রযোগ ও প্রতিপালনের বিষয়টি শিথিল করেছে। এর ফলে এ সকল দেশসমূহ এর সবিধা নিয়ে নিজেদের জন্য প্রযুক্তিগত ভিত তৈরি করতে পারে। বিশেষত: জনস্বাস্থ্য সংরক্ষণে এর ইতিবাচক ভূমিকা রয়েছে। এই সুবিধার আওতায় স্বল্পন্নোত দেশসমূহ জনজীবনের জন্য অতীব গুরুত্বপূর্ণ প্যাটেন্টকৃত ঔষধের অনরূপ ঔষধ দেশে তৈরি করতে পারবে (সাধারণভাবে যা করা বিধি সম্মত নয়) এবং যে সব দেশ এ ধরনের ঔষধ উৎপাদনে সক্ষম নয় সে সব দেশে রপ্তানি করতে পারবে। এই বিশেষ সুবিধা, বাংলাদেশের ঔষধ শিল্পের বিকাশে ও অগ্রগতিতে যথেষ্ট অবদান রেখেছে। এলডিসিভুক্ত দেশসমূহের জন্য এ সুবিধার মেয়াদ ২০১৬ পর্যন্ত ছিল যা পরবর্তীতে ২০৩৩ সাল পর্যন্ত বর্ধিত করা হয়। কিন্তু বাংলাদেশ ২০২১ সালের মধ্যে মধ্যম আয়ের দেশে উন্নীত হলে এই সুযোগ আর গ্রহণ করতে পারবে না।

৪.৪ জলবায়ু পরিবর্তন

জাতিসংঘের জলবায়ু পরিবর্তন ফ্রেমওয়ার্ক কনভেশনের আওতায় এলডিসিভুক্ত দেশসমূহের জন্য জলবায়ু পরিবর্তনের অভিঘাত মূল্যায়নের ও সে অনুযায়ী প্রতিকারমূলক ব্যবস্থা গ্রহনের জন্য একটি বিশেষ তহবিল গঠন করা হয়েছে। এই তহবিলের আওতায় এলডিসিভুক্ত দেশের জন্য ঝুঁকিগ্রস্ত খাতসমূহ চিহ্নিত করা হয় এবং জলবায়ু পরিবর্তনের প্রেক্ষিতে অভিযোযন এবং জলবায়ু পরিবর্তনের বিরূপ প্রভাব হ্রাসে প্রয়োজনীয় উদ্যোগ গ্রহণে সহায়তা প্রদান করা হয়। বাংলাদেশ এলডিসিভুক্ত শ্রেণি হতে উত্তরণ করলে এই সহায়তা গ্রহণ করতে পারবে না।

৫.০ ভবিষ্যত সম্ভাবনা এবং অগ্রবর্তী পদক্ষেপ

এলডিসি হতে উন্নয়ীন দেশে উত্তরণের ইতিবাচক দিকও রয়েছে। এলডিসি থেকে বেরিয়ে মধ্যম আয়ের দেশে পরিণত হওয়ার অর্থ হলো দারিদ্র্যের কালিমাযুক্ত আত্মমর্যদাহীন জাতীয় পরিচয় থেকে বেরিয়ে এসে আন্তর্জাতিকভাবে মর্যদার আসনে অধিষ্ঠিত হওয়া। সেই সঙ্গে স্বল্পন্নোত দেশ হতে উন্নয়নশীল দেশে পরিণত হওয়া, বৃহত্তর পরিসরে উৎপাদনশীল দক্ষতার পরিচায়ক এবং অর্থিনৈতিক কাঠামোর ইতবাচক পরিবর্তন ও বিকাশের ইঙ্গিত বহন করে। এই উত্তরণ বাংলাদেশের অর্থনৈতিক অগ্রগতির আভাস দেয়।

উন্নয়নশীল দেশ হিসেবে বাংলাদেশের প্রধান করণীয় হবে একদিকে উন্নয়নের গতি ত্বরান্বিত করা ও এর সুফল সকল স্তরের জনগণের মধ্যে পৌছে দেয়া এবং অন্য দিকে এলডিসি থেকে উত্তরণের মাধ্যমে মধ্যম আয়ের দেশে পরিণত হলে দেশের কোন ক্ষেত্রে কী কী ধরনের চ্যালেঞ্জ মোকাবেলা করতে হবে তা চিহ্নিত করা। এজন্য বাংলাদেশকে এখন থেকেই দীর্ঘমেয়াদী প্রস্তুতি গ্রহণ করতে হবে বিশেষত; আন্তর্জাতিক সহায়তা সঙ্কচিত হলে কী করণীয় তা নির্ধারণের জন্য এখন থেকেই পরিকল্পনা ও প্রস্তুতি গ্রহণ করতে হবে। এ ক্ষেত্রে বাংলাদেশকে উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি ও রপ্তানি খাতের বৈচিত্র্যময় সম্প্রসারণ করতে হবে। এ ছাড়াও বাংলাদেশকে গুণগত মান বৃদ্ধির দিকে জোড় দিতে হবে এবং দক্ষতা বৃদ্ধি ও প্রযুক্তি আমদানি করতে হবে। এজন্য দেশে বৈদেশিক বিনিয়োগ বৃদ্ধির জন্য প্রচেষ্টা চালাতে হবে। সর্বোপরি গবেষণা ও উন্নয়নে গুরুত্ব বাড়াতে হবে।